দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ .... 7 MAY 2009
পৃষ্ঠা ..১৮... কলাম...৫......

আরবী ভার্সিটি প্রতিষ্ঠা ও ইবতেদায়ীকে এমপিওভুক্ত করার প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করুন

-বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীনের সভাপতিত্বে গতকাল ৬ মে বুধবার জমিয়াত কমপ্লেক্সে সংগঠনের জেলা শাখাসমূহের দায়িত্বশীলদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাসচিব প্রিন্সিপাল মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় জমিয়াত নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা, ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষক- কর্মচারীর এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত গত ১৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ঘোষণা বাস্তবায়নের জোর দাবী জানান। মতবিনিময় সভায় নবগঠিত শিক্ষা

পৃঃ ১৫ কঃ ৪

আরবী ভার্সিটি প্রতিষ্ঠা ও ইবতেদায়ীকে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

কমিশনের সুপারিশমালায় মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা যেন ঠিক থাকে, তার নিশ্চয়তা বিধান করে সুপারিশ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ সতর্ক করে দেন যে, আলিয়া ধারার মাদরাসা শিক্ষাই এ দেশের শতকরা ৯০% মুসলমানের ঈমান-আকীদা ও যুগোপযোগী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পন্ন কারিকুলাম ও সিলেবাস সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদরাসা সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত যেন জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করে গ্রহণ করা হয়, নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে জোর দাবী জানান।

সভাপতির ভাষণে আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস এবং ইবতেদায়ী মাদরাসা সমূহকে এমপিও ভুক্তির উদ্যোগ এদেশের আলেম-উলামা-পীর-মাশায়েখ ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নেতৃত্বাধীন লাখ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর মনে আশার সঞ্চার করেছে।

তিনি বলেন, মাদরাসাগুলোকে জামায়াতের বিকৃত রাজনৈতিক কর্মকান্ডসহ মাদরাসা অঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করে খাঁটি ইসলাম ও সহী আকীদা শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে। একমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করে মাদরাসা ধ্বংস করা হচ্ছে বলে সাইদী গংদের অপ-প্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। সরকার ইতিমধ্যে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, তাকে স্বাগত জানিয়ে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানে তৎপর হতে হবে। আমরা আশা করি, সরকার অপপ্রচারে কান না দিয়ে প্রকৃত ইসলামের সপক্ষের শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করে এদেশের মাদরাসা শিক্ষক, আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখদের সমর্থন লাভে ধন্য হবেন। এ সভায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল পর্যায়ে জামায়াতে ইসলামীসহ বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী ধারা থেকে এ প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করে ইমাম প্রশিক্ষণ, গণশিক্ষা, মক্তব প্রকল্পসহ সকল পর্যায়ের আলিয়া ও কওমী নেছারের প্রকৃত আলেমদের নিয়োগ দানের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানানো হয়। মতবিনিময় সভায় অনতিবিলম্বে নিম্নবর্ণিত দাবী সমূহ পূরণ করে মাদরাসা শিক্ষাকে সমস্যা ও সংকট মুক্ত করার আহবান জানানো হয়।

১। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যায়ে মান দেয়ার পর দীর্ঘ ৩ বছর কামিল ও ফাযিল স্তরে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকায় ফাযিল ও কামিল মাদরাসা সমূহে শিক্ষক সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। ইবি কর্তৃক পেশকৃত স্টাফিং প্যাটার্ন অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য সভায় জোর দাবী জানানো হয়। ২। স্কুলে ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি সরকারীভাবে দেয়া হচ্ছে অথচ মাদরাসার ইবতেদায়ী ৫ম ও দাখিল ৮ম শ্রেণীর জন্য সরকারী বৃত্তির কোন ব্যবস্থা নেই। সভায় এ ধরনের বিমাতাসুলভ আচরণ পরিহার করে মাদরাসার ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর সরকারী বৃত্তি প্রদানের জোর দাবী জানানো হয়েছে। ৩। গতকালের এ সভা শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করে নতুন পে-স্কেলে এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন প্রদানের আহবান জানায়। ৪। বোর্ডের একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদরাসা সমূহকে এমপিওভুক্ত করার দাবী জানানো হয়। ৫। ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদী ও জঙ্গীবাদী অপতৎপরতার তীব্র সমালোচনা করে ঘোষণা দেয়া হয়-জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। সভায় দেশের সকল মাদরাসা, মসজিদ ও জনসভায় জঙ্গীবাদ বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য জমিয়াত নেতৃবৃন্দ ও সর্বস্তরের শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি আহবান জানানো হয়। ৬। মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি গঠনের নীতিমালা জরুরী ভিত্তিতে ঘোষণা করার আহবান জানানো হয়।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন আল্লামা কবি রুহুল আমীন খান (সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন ও খতীব মসজিদে গাউছুল আজম), প্রিন্সিপাল মাওলানা মোঃ ইউনুছ (ঢাকা), প্রিন্সিপাল মাওলানা সালেহ (খুলনা), প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মদ কাফীলুদ্দিন সরকার সালেহী (ঢাকা), প্রিন্সিপাল ডঃ মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান (চাঁদপুর), প্রিন্সিপাল মাওলানা হামীদুজ্জামান (রংপুর), প্রিন্সিপাল মাওলানা খলিলুর রহমান নেছারাবাদী (ঝালকাঠি), মাওলানা ওসমান গণি (সিরাজগঞ্জ), প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহমুদুল হাসান ফেরদৌস (বগুড়া), প্রিন্সিপাল মাওলানা শামসুল আলম চৌধুরী (চট্টগ্রাম), প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুর রহমান (পঞ্চগড়), প্রিন্সিপাল মাওলানা সাখাওয়াত হোস... (চট্টগ্রাম), হযরত মাওলানা নেছারউদ্দীন (কুমিল্লা), প্রিন্সিপাল মাওলানা আনছার উল্লাহ (পাবনা), প্রিন্সিপাল মাওলানা মোজাম্মেল ইসলাম (রাজশাহী), প্রিন্সিপাল মাওলানা রুহুল কুদ্দুস (ঝিনাইদহ), প্রিন্সিপাল মাওলানা তরিকুল ইসলাম (মাদারীপুর), প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহফুজুর রহমান (লালমনিরহাট), প্রিন্সিপাল মাওলানা এবাদুর রহমান (গাইবান্ধা), প্রিন্সিপাল মাওলানা মনিরুল আলম (লক্ষীপুর), প্রিন্সিপাল মাওলানা ইদ্রিছ খান (ময়মনসিংহ), প্রিন্সিপাল মাওলানা আশরাফ আলী দেওয়ান (বরিশাল), প্রিন্সিপাল মাওলানা মঈনুল ইসলাম পারভেজ (সুনামগঞ্জ), প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুল বাতেন (নেত্রকোনা), প্রিন্সিপাল মাওলানা হুসাইন আহমদ ভূঁইয়া (ফেনী), প্রিন্সিপাল মাওলানা মনোয়ার আলী (সিলেট), প্রিন্সিপাল মাওলানা নুরুল ইসলাম (যশোহর), প্রিন্সিপাল মাওলানা আতিকুর রহমান (কুষ্টিয়া), প্রিন্সিপাল মাওলানা হাফেজ ওহিদুল হক (নোয়াখালী), মাওলানা মোবাশ্বিরুল হক নাঈম (ভোলা), প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুল মতিন কুমরতী (বাগেরহাট), প্রিন্সিপাল মাওলানা কাজী আবুল বয়ান হাশেমী (চট্টগ্রাম), প্রিন্সিপাল মাওলানা এ বি এম তোফাজ্জল হোসেন (বগুড়া), প্রিন্সিপাল মাওলানা আবু রায়হান ভূঁইয়া (নরসিংদী), প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুল মতিন (জয়পুরহাট), মাওলানা মোঃ আনছারুদ্দীন (মেহেরপুর), প্রিন্সিপাল মাওলানা শফিকুল হক চৌধুরী (হবিগঞ্জ), প্রিন্সিপাল মোঃ কামাল হোসাইন (কক্সবাজার), প্রিন্সিপাল মাওলানা মোঃ আলাউদ্দীন (ফরিদপুর), প্রিন্সিপাল মাওলানা শামসুর রহমান (রাজবাড়ী), প্রিন্সিপাল মাওলানা এ বি এম মনজুর আলী (নীলফামারী), প্রিন্সিপাল মাওলানা মোঃ আবদুল হাই (নারায়ণগঞ্জ), প্রিন্সিপাল মাওলানা আ ন ম আবদুল মুঈদ (দিনাজপুর), প্রিন্সিপাল মাওলানা ফারুক আহমদ (পিরোজপুর), প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ (ঝালকাঠি), প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুল হান্নান (বি-বাড়িয়া), প্রিন্সিপাল মাওলানা এ বি মাহফুজুর রহমান (মাগুরা), প্রিন্সিপাল মাওলানা এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), জনাব সাদাত উল্লাহ (বান্দরবান), মাওলানা সাইয়েদ মোঃ হাবিবুল আলম (ঢাকা)।

সভা শেষে প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য এবং তার অসুস্থ স্বামী ড. ওয়াজেদের রোগমুক্তি কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন মসজিদে গাউছুল আজমের খতীব আল্লামা কবি রুহুল আমীন খান।